যুগান্তর

তারিখ 28 MAY 2012
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

# বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলোর মান খতিয়ে দেখছে বিএমডিসি

মনিরুজ্জামান উজ্জ্বল

রাজধানীসহ সারাদেশে বেসরকারি মেডিকেল কলেজের চিকিৎসা শিক্ষার গুণগত মান খতিয়ে দেখতে ভুল মাসের প্রথম সপ্তাহে মাঠে নামছে বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের (বিএমডিসি) বিশেষ পরিদর্শক টিম। এ লক্ষ্যে বিএমডিসির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ছয় শীর্ষ কর্মকর্তার সমন্বয়ে একটি হাই পাওয়ার কমিটি গঠিত হয়েছে। রাজধানীস্থ ৪টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে ও বিশেষ টিমের কার্যক্রম শুরু হবে। কলেজগুলো হল পপুলার, আনোয়ার খান মডার্ন, ইবনে সিনা ও নর্দার্ন। পরে পরিদর্শন করা হবে বাকি ৫০টি। সরেজমিনে পরিদর্শনকারী কমিটির সদস্যরা প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদন সঠিক নিয়মনীতি মেনে করা হয়েছে কিনা, কলেজে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো যেমন শ্রেণীকক্ষ সংখ্যা রয়েছে কিনা, কলেজের প্রয়োজনীয় হাসপাতাল, রোগী ও শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণ, ল্যাবরেটরি, প্রাকটিসের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে কিনা তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খতিয়ে দেখবেন। ডিসেম্বরের মধ্যে সব মেডিকেল কলেজের সরেজমিনে পরিদর্শন করে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে উত্থাপন করা হবে। কোন মেডিকেল কলেজে বড় ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি পেলে ২/৩ মাসের মধ্যে মিডটার্ম প্রতিবেদন দাখিল করা হবে। যেগুলো প্রথমবারের মতো বেসরকারি মেডিকেল কলেজ নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়নে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের শীর্ষকর্তারা ছুটছাট থেকে গেছে। আইন মন্ত্রণালয়ের একজন বিশেষজ্ঞ আইন কর্মকর্তার মাধ্যমে চূড়ান্তম সময়ে আইন প্রণয়নের কথা বলা হলেও বাস্তবে তা হবে আমাদের মুখ দেখবে যে সম্পর্কে কেউ নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছেন না। নির্ভরযোগ্য সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। সূত্র জানায়, বেসরকারি পর্যায়ে মেডিকেল কলেজের সংখ্যা আকস্মিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় এর গুণগত মান নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন ওঠে। এ কারণে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নাম দুয়েক আগে বিএমডিসিকে সরেজমিনে পরিদর্শনের পর একটি প্রতিবেদন তৈরি করে তাদের কাছে জমা দেয়ার অনুরোধ জানায়। বিএমডিসির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকে মন্ত্রণালয়ের অনুরোধ আমলে নিয়ে কার্যক্রম শুরু করার সিদ্ধান্ত হয়। বিএমডিসি কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির ছয় সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ টিমের সদস্যরা হলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (বিএসএমএমইউ) বেসিক সায়েন্স অনুষদের ডিন ও স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ মহাসচিব প্রফেসর ডা. এম ইকবাল আর্সলান, বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (বিএমএ) মহাসচিব প্রফেসর ডা. শারমুকিন আহমেদ, আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক ডা. বদিউজ্জামান ভূঁইয়া ডাবলু, বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল প্রাকটিশনার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিপিএমপিএ) সভাপতি ও ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর ডা. মনিরুজ্জামান ভূঁইয়া, জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের পরিচালক প্রফেসর ডা. দীন মোহাম্মদ নুরুল হক ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর ডা. এবিএম মাকসুদুল হক বাবু। নাম প্রকাশ না করার শর্তে কমিটির একাধিক সদস্য যুগান্তরকে জানান, বিএমডিসি প্রতি ২/১ বছরে স্টাটিস পরিদর্শন করলেও বর্তমানে সারাদেশে কলেজের সংখ্যা অর্ধশতাধিক ছাড়িয়ে যাওয়ায় এ সংখ্যা কমিটিগুলো ও সুপারভিশন সঠিকভাবে হচ্ছে না। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় প্রণীত মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজ স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা অনুসারে যে কোন মেডিকেল কলেজ একাডেমিক কার্যক্রম শুরু করার দুই বছর আগে থেকেই একটি পূর্ণাঙ্গ জেনারেল হাসপাতাল চালু রাখতে হবে। ৫০ শয্যার মেডিকেল কলেজের হাসপাতাল ভাড়াবাড়িতে পরিচালনা করা যাবে না। মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল ভাড়াবাড়িতে পরিচালনা করা হবে। মেডিকেল কলেজের ভবন মেট্রোপলিটন এলাকায় ২ একর জমির ওপর এবং মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে ৪ একর জমিতে করতে হবে। মহিলা শিক্ষার্থীদের জন্য শতকরা ৫ ভাগ আসন সংরক্ষিত রাখতে হবে। হাসপাতালের জন্য শতকরা ১০ ভাগ বেড দরিদ্রদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে। এছাড়া শিক্ষার্থী অনুপাতে শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণ, ল্যাবরেটরিসহ বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা রাখতে হবে। কলেজের নামে ডাবসিদি ব্যাংকে ১ কোটি টাকা স্থায়ী আমানত রাখতে হবে। এর বিপরীতে ঋণ নেয়া যাবে না। এসব মানতে কঠোর কোন আইন না থাকায় বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান তা মানে না। বিএমডিসির রেজিস্ট্রার ডা. আহমেদুল হক বসুনিয়া যুগান্তরকে জানান, বেসরকারি পর্যায়ে বর্তমানে মোট মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ৫৪টি হলেও বিএমডিসির অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ৩৮টি। প্রাথমিকভাবে কমিটির সদস্যরা অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোই পরিদর্শন করে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো, শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণসহ প্রয়োজনীয় সব সুযোগ-সুবিধা রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখবেন।

**শীর্ষস্থানীয় ৬ কর্মকর্তা নিয়ে কমিটি গঠিত**